দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 FEB 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ .....

ভর্তি ফরম ও ভর্তি পরীক্ষা

ভর্তি নয়, ভর্তি ফরম পাওয়া না পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এককালে মেডিক্যাল কলেজ বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে ভর্তি ফরমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হত। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি আদৌ তেমন সমস্যা ছিল না। সংশ্লিষ্ট দফতরের সীল-ছাপ্পর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে দাঁড়ালেই হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে যে কোন হলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। এ টুকুই ছিল বাধ্যবাধকতা।

ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সাথে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সর্বত্রই ভর্তি ফরম সংগ্রহও একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আর ভর্তি-পরীক্ষার নামে প্রি ফরমের সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অংকের টাকা।

সমস্যাটি মেডিক্যাল কলেজ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে নিয়ম মাফিক হলেও কোন নিয়মেরই পাত্তা নেই সারাদেশের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলিতে। শহর ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সংকট ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্রই প্রশ্ন উঠছে ভর্তির ফরম সংগ্রহ, পূরণ, ভর্তি-পরীক্ষা এবং এ জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা ব্যয়ের। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় খবর হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ভর্তি ফরমের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। এদের তুষ্ট করতে না পারলে ভর্তি হওয়া ত দূরের কথা ভর্তি ফরম পাওয়াই দুষ্কর। অর্থাৎ ভর্তি নিয়েও একটি কায়েমী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হচ্ছে ভর্তির ব্যাপারে। অন্যথায় ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এবং এ জন্যই ভর্তি ফরম এবং ভর্তি পরীক্ষার বিধি চালু করা হয়েছে।

আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ যুক্তি মেনে নেয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— এই নিয়মের একটি সঙ্গতি থাকতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবেই। যেমন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এ-ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে। শিক্ষা অধিদফতরের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট ভর্তির নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে সকল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তি বিধি এক হলে ফরম বিক্রি, পূরণ বা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠবে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারেই এ মূহুর্তে অভিযোগ আসছে বেশী। আর এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধি থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বদৌলতে সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

একই ধরনের সমস্যা আছে বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন নির্দিষ্ট ভর্তির নিয়ম-নীতির বালাই নাই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যেমন ভর্তির ভিড় আছে, তেমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে ভর্তি করাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি। এ পরিস্থিতিতে সাযুজ্য বিধানের লক্ষ্যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট ভর্তিনীতি প্রণয়ন করতে পারেন। এ কাজটির জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বেসরকারী শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সাথে বসতে পারেন। প্রতি বছর পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে পারেন। এতে সর্বত্রই শৃংখলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কোন সমাগ্রিক ব্যবস্থা না থাকায় এখন কোন ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবকই অবহিত নন ভর্তির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে। তাই আমাদের আবেদন— সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে একটি সাধারণ নিয়ম চালু থাকলে প্রতি বছর ভর্তির সেশনে সাধারণ ঘটনাও অসাধারণ গুরুত্ব পাবার হাত থেকে রেহাই পাবে।